তারিখ ... 29 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম 2 ...

দৈনিক
আমাদের সময়

■ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ভোগান্তি

নিরসনে দ্রুত উদ্যোগ নিন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ভোগান্তির শেষ নেই। আবেদন ফরম সংগ্রহ, জমাদান ও পরীক্ষায় অংশ নিতে পোহাতে হয় নানা ভোগান্তি। আবার সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পদ্ধতি এক নয়। সব মিলিয়ে মানসিক চাপের শিকার হতে হয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। অথচ এর সহজ সমাধান হতে পারে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা। কিন্তু কেন বাস্তবায়ন হচ্ছে না– এমন প্রশ্ন সবার?

চলতি বছর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড থেকে মোট ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন পাস করেছেন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন। হিসাব অনুযায়ী গত বছরের চেয়ে এ বছর ১ লাখ ৬৯ হাজার ৯৮৭ জন বেশি পাস করেছেন। এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ হবেন গতবার যারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেননি, অথবা হননি তারা। সব মিলিয়ে এবার প্রায় ১৭ লাখের মতো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধে নামছেন। কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাসের হার ঊর্ধ্বমুখী। এ কারণে উচ্চশিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধে দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা। বিভিন্ন বছরের ভর্তিচিত্র পর্যালোচনায় উঠে এসেছে শিক্ষার্থীদের সীমাহীন ভোগান্তির বিষয়। এসব দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনা লাঘবে অভিভাবকদের দাবি-সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া-পদ্ধতি। কিন্তু সে দাবি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। অভিভাবকদের মতে, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার মতো একসঙ্গে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থীরা এ দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মানসম্মত ও উন্নতভাবে গড়ে তুলতে সরকার ও বিদ্যানুরাগী সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এতে মেধার আরও বিকাশ ঘটবে।

ভর্তি পরীক্ষা বা শিক্ষার্থীদের যাচাই প্রক্রিয়াটি কীভাবে গ্রহণযোগ্য ও মানসম্পন্ন করা যায় তা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের ভাবতে হবে। ভর্তি পরীক্ষা ঘিরে লাখ লাখ ছেলেমেয়ের দুর্ভোগের বিষয়টিও বিবেচনায় নিয়ে নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। আমরা আশা করি, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি লাঘবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।